R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

মাত্র ২০০০/- টাকায়
Computer শিখুন
Webel Computer
Centre
Haridasnagar
Raghunathganj
PH—67976

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪০৮ সাল। ৩ রা অক্টোবর, ২০০১ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

সামসেরগঞ্জ থানা এলাকার তিন সিমি সংগঠক আটক, বর্ডার এলাকার নিরাপত্তায় নামানো হলো র‍্যাফ

বিশেষ সংবাদদাতা : গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া (সিমি) সংস্থাকে বাতিল ঘোষণা করে। এর পরও ঐ সংস্থার কয়েকজন সংগঠক আইন লঙ্ঘন করে গোপনে কার্যবিধি চালায়। এই অভিযোগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর তিনজনকে বহরমপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ বহরমপুর পুলিশের সাহায্য নিয়ে এই অভিযান চালায় বলে জানা যায়। তিন ধৃত সিমি সংগঠকের মধ্যে আছে চাচন্ডার আত্তার সেখ, নতুন সিকদারপুরের শাহআলম ও খেজুরতলার সফিকুল ইসলাম। এদের তিনজনের বিরুদ্ধে বহরমপুর থানায় অভিযোগ (শেষ পৃষ্ঠায়)

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমে ফাটল দেখা দেয়ায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা বর্তমানে খুবই সঙ্গীন। খবরে প্রকাশ, উমরপুর থেকে চাঁদের মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি শুধু খানা-খন্দে ভর্তি। আহিরণ হল্ট স্টপেজের কাছে দু' মাস আগে রাস্তার খানিকটা অংশ মেরামত করা হলেও বর্তমানে ঐ জায়গার পিচ উঠে গিয়ে আবার সেটি গর্তে রূপ নিয়েছে। এর ফলে ওখানেও যানজট নিত্যদিনের। অন্যদিকে আহিরণ নিরঞ্জন ইট ভাটার কাছে জাতীয় সড়কে এক বিরাট ধস নেমে গেছে। এরফলে সড়কে ফাটল দেখা দিয়েছে। বর্তমানে ঐ জায়গার দু' ধারে 'ড্রাইভ স্লো' এবং 'রোড ডেঞ্জার' সংকেত বোর্ড টাঙানো হয়েছে। যানবাহন চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। জাতীয় সড়কের দু' ধারের ভূমিক্ষয় হয়ে সড়কটির প্রস্থ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এর ফলে যানজট লেগেই থাকছে। অফিস ও অন্যান্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

বন্ধুকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৪ জুন '৯৭ রাতে সবুজ দ্বীপের গঙ্গার চরে খুন হয়েছিল রঘুনাথগঞ্জ গভঃ কলোনীর যুবক গৌতম মুখার্জী ওরফে কালু। দু' দিন পর তাঁর লাশ পাওয়া যায় ভাগীরথী নদীতে বালিয়ার বাঁকে। সেই মামলার প্রধান ও একমাত্র অভিযুক্ত মাধাই হালদারের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডাদেশ দিলেন জঙ্গিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তৌফিকউদ্দীন গত ২৮ সেপ্টেম্বর '২০০১। ৩০২ ধারায় খুনের অভিযোগে মাধাইকে ঐ দন্ডাদেশ ছাড়াও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ২ বছর জেল এবং ২০১ ধারায় প্রমাণ লোপের অভিযোগে তিন বছর জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস জেলের আদেশ কার্যকর হয়। এই মামলায় মোট ১৯ জন সাক্ষী থাকলেও নৌকার মাঝি হরিকমল হালদার এবং গৌতমের তৎকালীন প্রেমিকা শম্পা পালের জবানবন্দীই এই দন্ডাদেশে বেশি সহায়তা করেছিল বলে সরকার পক্ষের আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী জানান। ঘটনার দিন মাধাই কালুকে রাতে চরে নিয়ে গিয়ে মদের সঙ্গে এ্যাসিড খাইয়ে মেরে ফেলে, মুখেও এ্যাসিড ছিটিয়ে দেয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

আধুনিক রেল পরিষেবার প্রয়োজনে সংসদের পিটিশন কমিটিতে ১৩ দফা দাবী পেশ

বিশেষ প্রতিবেদক : মহকুমার ফরাক্কা থেকে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন পর্যন্ত পূর্ব রেলের বিস্তীর্ণ এলাকা স্বাধীনতার পর থেকেই চরমভাবে অবহেলিত। মান্ধাতা আমলের রেল লাইন, স্লীপার, ষ্টেশন কোন কিছুরই সংস্কারে তেমন হাত পড়েনি। ফলে দূরপাল্লার বিভিন্ন নতুন ট্রেন এ রাস্তা দিয়ে না গিয়ে প্রায় সবই রামপুরহাট—মালদা লাইন দিয়ে চলাচল করে। এই অবহেলার প্রতিবাদে রঘুনাথগঞ্জ, ফরাক্কাসহ জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন পেশার বুদ্ধিজীবীরা এ্যাডভোকেট বিদ্যুৎ মুখার্জীর নেতৃত্বে ১৩ দফা দাবীসহ এক আবেদন পত্র পাঠালেন সংসদের পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে। আবেদন গেছে জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাত খানের মাধ্যমে। আবেদনকারীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন মহকুমার বিশিষ্ট ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ বহু মানুষ। তাঁদের দাবী পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত ফরাক্কা—আজিমগঞ্জ সেকশনে রেল সার্ভিসের দুরবস্থার শিকার এলাকার প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। অথচ এই মহকুমাতেই এনটিপিসি এবং ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের মতো দুটি বড় কেন্দ্রীয় প্রকল্প অবস্থিত। এছাড়া ধুলিয়ান—অরঙ্গাবাদ অঞ্চল ভারতের বৃহত্তম বিড়ি উৎপাদক কেন্দ্র হয়েও এই অঞ্চল রেলের যে কোন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সর্বদা বঞ্চিত। (শেষ পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন :এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৮ সাল।

পত্রিকা-দপ্তরে চড়াও

ঘটনার তারিখ গত ২২ সেপ্টেম্বর। চড়াও-এর কারণ—'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এ গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০১ জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি সংবাদের প্রকাশনা। উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী, করণিক, সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা দলবদ্ধ হইয়া পত্রিকা-দপ্তরে উপস্থিত হইয়া পত্রিকার সম্পাদককে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। তাঁহারা প্রথম ও প্রধান দাবী হিসাবে প্রকাশিত সংবাদের সংবাদদাতার নাম জানাইবার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। প্রকাশিত সংবাদে কোনও ত্রুটি থাকিলে পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যালয়-শিক্ষকদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রকাশিত সংবাদের জন্য তাঁহাদিগকে লিখিত প্রতিবাদ-পত্র দিবার বারংবার অনুরোধ জানান সত্ত্বেও উত্তেজনা প্রশমিত হয় নাই। বর্তমান নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় সম্বন্ধে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়ম মাফিক প্রতিবাদপত্র জমা দেন নাই।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ২৭ জুলাই জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ে আসিয়াছিলেন। ত্রুটি-বশতঃ পত্রিকায় উক্ত তারিখ ২৭ আগষ্ট বলিয়া ছাপা হয় এবং সেজন্য দুঃখপ্রকাশ করা হইলেও উত্তেজনার কমতি না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয়ই শিষ্টাচারসম্মত নহে। একসঙ্গে আটজন শিক্ষকের অনুপস্থিতির জন্য দরখাস্ত ডি আই মহোদয়কে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় দেখাইতে পারিতেন। নৈমিত্তিক ছুটি শিক্ষক মহাশয়েরা অবশ্যই লইতে পারেন। কিন্তু তাহা লইবার একটি পদ্ধতি রহিয়াছে যাহা মানুষ গড়িবার কারি-গরদের নিকট সকলে নিশ্চয়ই আশা করিতে পারেন। কর্মসংস্কৃতি যদি বিনষ্ট হয়, তবে কর্মক্ষেত্রে নানা অনিয়ম প্রবেশ করে; আর তখন সমস্ত শুভকর দিকগুলি ক্রমশঃ দুর হইয়া যায় এবং পরিস্থিতিও পরিবেশকে বিষাক্ত করিয়া তোলে।

শতবর্ষাধিক প্রাচীন এই বিদ্যালয়টির প্রতি বহু মানুষের বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ আছে। বহু কৃতী প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও সম্পাদকদের নিষ্ঠ প্রচেষ্টাপ্রসূত কর্মধারা এই বিদ্যালয়কে এক উন্নত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের বা যে কোনও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অপরাপর বিদ্যালয় কর্মীরা শিষ্টাচার বহির্ভূত কিছু করিয়া মূল্যবোধ হারাইবেন, তাহা অভিপ্রেত নহে। বিদ্যালয় বিষয়ে প্রকাশিত কোনও সংবাদে কোনপ্রকার ত্রুটি থাকিলে তাহার জন্য শিক্ষকদের চড়াও হওয়া বা সংবাদদাতার নাম জানাইবার জন্য পিড়া-পিড়ি করা অথবা সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা, কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষকদের শিষ্টাচার প্রসঙ্গে

শিক্ষকেরা সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, পরিশীলিত আচরণ, সৌজন্য ও শালীনতাবোধ সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষনীয় বিষয়। সমাজ ও সমাজের মানুষ তাদের নিকট থেকে ভদ্রতা ভব্যতা প্রত্যাশা করে। শিক্ষকও এই সমাজের মানুষ, তবু তাদের স্থান উঁচুতে। সমাজ তাদের সম্মানিত করে। তারা জ্ঞানী মানুষ। তারা সমাজ গড়ার কারিগর। কিন্তু তাদের নিয়ম বহির্ভূত ব্যবহার, অসাংবিধানিক আচরণ, অসংযত বাক্ বিন্যাস, কথাবার্তা জনমানসে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে। যদি তারা কাজে ও কথায় সংযত, শালীন, রুচিশীল না হন তবে বিদ্যালয়ে ক্লাস রুমে যাদের মানুষ করার, শিক্ষা দেবার দায়িত্ব তারা নিয়েছেন—সেই সব ছাত্র তাদের নিকট থেকে কি শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করবে—এ ধরনের প্রশ্ন স্বভাবতই জনমানসে উঁকি দিতে পারে। যে প্রসঙ্গে এ কথাগুলোর অবতারণা—তা হলো 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশিত "জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষকদের শিষ্টাচারের নয়া দৃষ্টান্ত—দলবদ্ধ হয়ে পত্রিকা দপ্তরে চড়াও" শীর্ষক সংবাদ। এখন কথা হলো—সংবাদপত্রে যদি কোন ভুল বা ত্রুটি-পূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়—তা সংশোধনের তো রীতি পদ্ধতি আছে। 'চড়াও হওয়া' আশাকরি সে পদ্ধতি নয়। শিক্ষিত মানুষের পক্ষে প্রতিবাদের এই অশালীন অসংযত পদ্ধতি মোটেই শোভন নয়, সমর্থনযোগ্যও নয়। শিক্ষকেরা শিক্ষিত মানুষ। তাদের জানা উচিত—প্রেসের সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতা আছে। তবে সে স্বাধীনতা যথেচ্ছ নয় ঠিকই। সম্পাদক তো নিজে গিয়ে খবর সংগ্রহ করেন না, তাকে সংবাদ প্রেরকদের উপর নির্ভর করতে হয়। স্বীকার করি সঠিক সংবাদ পরিবেশনের দায়বদ্ধতা পত্রিকার আছে। তবে যদি কোন সংবাদ ত্রুটিপূর্ণ থাকে—তাকে সংশোধন করার পদ্ধতিও আছে। তা, উদ্ধত অসংযত হয়ে যথবদ্ধভাবে দপ্তরে চড়াও হয়ে সম্পাদকের মুণ্ডপাত করা নয়। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষিত শিক্ষক মশাইরা পত্রিকা দপ্তরে হানা দিয়ে যা করেছেন তা শুধু নিন্দনীয় নয়, শিক্ষক সমাজের পক্ষে তা রীতিমত ধিক্কারজনক।

তাপস চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথগঞ্জ

(২)

আমেরিকায় হামলার প্রতিবাদে বিজেপির পথসভা প্রসঙ্গে

আপনার গত ১৯/৯/০১ এর 'জঙ্গিপুর সংবাদ-এ আমেরিকায় হামলার প্রতিবাদে বিজেপির পথসভা সংবাদে চিত্ত মুখার্জীর যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তাতে কিছু বিকৃত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। চিত্ত মুখার্জী পথসভায় একথা বলেননি যে, সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত দেশ দায়ী। আর সি পি এম এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পথসভা করতে ভয় পান মুসলিম ভোট হারাবার ভয়ে।

আশিস সিংহ রায়
সভাপতি, টাউন কমিটি

(৩)

মাননীয় সম্পাদক, 'জঙ্গিপুর সংবাদ'
মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়, গত ১২ই সেপ্টেম্বর আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের আকস্মিক পরিদর্শনে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের হাজিরা খাতা আটক' শীর্ষক খবরটির প্রতিবাদে জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিবাদ পত্র আপনার কাগজে সত্বর ছাপিয়ে বাধিত করবেন।

ইতি—

২৪/৯/০১ গৌরীশংকর ঘোষ
সভাপতি
ষ্টাফ কাউন্সিল, জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদকের মন্তব্য : উপরে প্রকাশিত চিঠির সঙ্গে সাদা কাগজে একটি লেখা পেয়েছি। তাতে একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষাব্রতীদের কী ধরনের রুচি, সংস্কৃতিবোধ ও শালীনতার পরিচয় আছে, সেটা প্রকাশ করতে আমরাও আগ্রহী। কিন্তু লেখাটির নীচে কোন স্বাক্ষর নেই। নিয়মমাফিক স্বাক্ষর বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা ছাপানো হয় না। যথোপযুক্ত নিয়ম মেনে যে সব প্রতিবাদপত্র আমাদের দপ্তরে আসে সেগুলো আমরা অবশ্যই ছেপে থাকি।

বাজেয়াপ্ত মাল নিলামে বিক্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান বাজার এলাকার মুদি ব্যবসায়ী দিলীপ সরকারের গোডাউন থেকে স্থানীয় বি এস এফ এক লরি লবণ ও ৪৩ বস্তা চিনি সীজ করে কাস্টমসকে দেয়। সীজ করা মালের কোন কাগজপত্র নাকি ব্যবসায়ী দেখাতে পারেননি। পরদিন বাজেয়াপ্ত মাল নিলামে বাসুদেবপুর সিন্ডিকেট খরিদ করে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের প্রাথমিক শিক্ষকরা গত ১৭ সেপ্টেমবরের সভার সিদ্ধান্ত মতো গত ২৫ সেপ্টেমবর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে এক ডেপুটেশন দেন। দাবীর মধ্যে শিক্ষাবর্ষের প্রথমে স্কুলে বই বিতরণ, শিক্ষকদের স্কুল থেকে তুলে অফিসের কাজে নিযুক্ত না করা, মিড ডে মিলের চাল ছাত্রছাত্রীদের না দিয়ে রান্না করা খাবার দেওয়া প্রভৃতি ছিল মুখ্য। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সফিউল্লা, উত্তম মুখার্জী প্রমুখ।

আফিডেবিট

আমি কাইফুল সেখ, পিতা মৃত আরসাদ সেখ, গ্রাম পানানগর, পোঃ রামদেবপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ভুলবশতঃ ডিপোজিটে আমার নাম আবদুল কাইফুল আছে। গত ২৭ সেপ্টেমবর, ২০০১ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করে আমার নাম কাইফুল সেখ প্রমাণিত করলাম।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ গভঃ কলোনীতে সদর রাস্তার ধারে সাড়ে তিন শতক জায়গার উপর একটি বাড়ী বিক্রী আছে। যোগাযোগের স্থান—

উল ভাণ্ডার, রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা/ফোন ৬৬৩৯৯, ৬৬৭৯৯

রঘুনাথগঞ্জ তহবাজারে ব্যবসাপযোগী তিনটি দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ—

জয় সেন (পুরাতন সেন প্রিন্টিং প্রেস)

ফোন নং—৬৬৮৬৮

আফিডেবিট

আমি শ্রীপূর্ণেন্দু বিকাশ চৌধুরী, পিতা মৃত শশীভূষণ চৌধুরী (সাহা), জাতি হিন্দু, পেশা জোতজমাদি, সাং বালিঘাটা, হাল সাং মিঞাপুর, পোঃ ঘোড়শালা, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, বয়স প্রায় ৫৬ বৎসর ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে, ১) আমি গত ইংরাজী ১৩-৬-২০০১ তারিখে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বালিঘাটা সাকিমের মৃত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শিবশঙ্কর সরকার-কে আমার পক্ষে রেজেস্ট্রীযুক্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করতঃ যে সকল কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং উক্ত আমমোক্তার ক্ষমতাবলে যে সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন করিবে বলা হইয়াছে তাহা এক্ষণে অদ্যকার তারিখে / তারিখ হইতে আমি উক্ত আমমোক্তার অকার্য্যকরী ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। ২) অত্র ঘোষণাপত্রের তারিখের পর হইতে উক্ত শিবশঙ্কর সরকার মহাশয় উক্ত আমমোক্তার বলে কোন কার্য্য করিলে বা করিতে চাহিলে তাহা সর্ব্বোতভাবে অগ্রাহ্য হইবে বলিয়া অদ্যকার তারিখে অত্র ঘোষণাপত্র দ্বারা অত্র এফিডেবিট করিলাম।

সত্যপাঠ ঃ—উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং ঠিক লেখা হইয়াছে পড়িয়া দেখিয়া আমি আমার সহি/স্বাক্ষর করিলাম। ইতি—

তাং ২৭/৯/২০০১ শ্রীপূর্ণেন্দু বিকাশ চৌধুরী

ডি এন কলেজের অধ্যাপক পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের কর্মরত অধ্যাপক গোপীশ্বর বিশ্বাস গত ১৯ সেপ্টেমবর তাঁর বর্দ্ধমানের বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ডি এন কলেজ প্রতিষ্ঠার কিছু সময় পর তিনি এখানে নিযুক্ত হন এবং নিষ্ঠার সাথে ইংরাজী বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। গোপীশ্বরবাবু সেবা-মূলকভাবে অরঙ্গাবাদ প্রণব বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদেও কিছুদিন ছিলেন বলে জানা যায়।

হুসেনিয়া হাই মাদ্রাসায় যুব সংসদ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ সেপ্টেমবর সাগরদীঘি থানার নাচনা গ্রামে হুসেনিয়া হাই মাদ্রাসার উদ্যোগে যুব সংসদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষদীয় বিষয়ক বিভাগ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। অনুষ্ঠানে বিচারক হিসাবে সহ-বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রশান্ত রায় চৌধুরী ছাড়া শিক্ষক সামিয়ত আলি ও শিক্ষিকা প্রতিভা দাস উপস্থিত ছিলেন।

Government of West Bengal

Irrigation and Waterways Directorate

Abridged Tender Notice of NIT—
3/G. A. E. Divn, No. I/2001-2002
As Circulated Vide T. O. 1016 Dated 26-9-2001

Sealed tenders are invited from Class-I & II Contractors of C.I.C. Berhampore/of I & W.Dte. and reliable resourceful bonafide outside contractors having sufficient credential of similar type of works for the 29 no. works on the r/b of river Ganga/Padma at the sites namely Kuli (7 no. works), Sankopara (4 no. works), Khodabandapur (4 no. works), Anupnagar (2 no. works), Kamalpur (2 no. works,) Durgapur (2 no. works) Chintamoney (8 no. works) and amount put to tenders of the works are :—

Rs. 26,64,652/-(2 nos.), Rs. 10,37,271/-(1 no.)
Rs. 35,31,009/-(3 nos.), Rs. 10,79,636/-(1 no.)
Rs. 27,36,732/-(3 nos.), Rs. 18,50,166/-(1 no.)
Rs. 29,88,132/-(2 nos.), Rs. 18,56,181/-(1 no.)
Rs. 45, 06,500/- (1 no.), Rs. 12,13,500/-(1 no.)
Rs. 31,10,077/- (1 no.), Rs. 7,14,893/- (1 no.)
Rs. 39,86,000/- (1 no.) Rs. 10,44,400/- (1 no.)
Rs. 34,61,222/- (6 nos.), Rs. 27,27,077/- (2 nos.)

and E. M. should be @ 2% of amount put to tender at the time of dropping of tender papers.

Details may be seen from the office of the Executive Engineer, G. A. E. Divn. No. I, at any working days upto 16-00 hrs.

Sd/- **B. K. Chaudhuri**
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Divn. No. I.
Raghunathganj, Murshidabad

Memo No. 1028(5) Date 28. 9. 2001

শিক্ষকদের অসাধুতায় প্রাথমিকে হরিজন ছাত্ররা অন্ধকারে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজন কলোনীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের আলো পেঁছে দেবার উদ্দেশ্যে পুরসভা থেকে ওখানে একটি স্কুল চালু করা হয় কয়েক বছর আগে। সেখানে দু'জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। বর্তমানে হরিজন সম্প্রদায়ের অভিভাবকদের অভিযোগ, সরকার থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন বই দেয়া সত্ত্বেও শিক্ষকেরা সে সব বই নাকি বিলি করেননি। নিয়মিত ক্লাসও নেন না তাঁরা। পুর কর্তৃপক্ষ একটু দেখুন।

মহকুমায় বৃষ্টির অভাবে ধান মাঠেই শুকোচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সেপ্টেম্বর মাসে তেমন ভাল বৃষ্টি হয়নি জঙ্গিপুর মহকুমায়। তার উপর ছিল কড়া রোদ। ফলে জলের অভাবে মহকুমা জুড়ে ধান মাঠেই শুকোচ্ছে। ভালো বৃষ্টি না হলে ধান বাঁচানোই চাষীদের কাছে সংকট হয়ে পড়বে বলে জানা যায়। সাগরদীঘি ব্লকে ধান ভাল হলেও বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় গাছে শীষ ধরা অবস্থায় তা মাঠেই মরে যাচ্ছে।

নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিত্য যাত্রীদের দুর্ভোগের শেষ নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে যানজটে পড়ে অনেক মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ হারানোর খবরও পাওয়া যায়। জরুরী ভিত্তিতে ছাই দিয়ে রাস্তা ভরাট হলে সেটা কতদিন টিকবে, এই নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ থেকেই যাচ্ছে।

কমিটিতে ১৩ দফা দাবী পেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

আবেদনকারীদের দাবীগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দাবীগুলি হল, এই লাইনে শীঘ্র বৈদ্যুতিকীকরণ, লাইনে কংক্রীট স্লীপার স্থাপন, ফরাক্কা, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ, কলকাতা পেঁছানোর জন্য মালদা বা ফরাক্কা থেকে ভোরে দ্রুতগামী ট্রেন চালু প্রভৃতি।

আনানো হলো র‍্যাফ (১ম পৃষ্ঠার পর)

আনা হয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকায় গোয়েন্দা পুলিশ দিয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা যায়। বিভিন্ন থানায় শান্তি কমিটিও তৈরী হয়েছে। এক সাক্ষাতকারে মহকুমা শাসক সি ডি লামা জানান, আন্তর্জাতিক স্তরের অস্থিরতাকে সামাল দিতে সারা রাজ্যের সঙ্গে এখানেও বি এস এফ এবং র‍্যাফ দিয়ে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ সীমান্তবর্তী জেলা ও এখানে সিমির কার্যকলাপের অস্তিত্ব থাকায় পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। র‍্যাফ বাহিনী রঘুনাথগঞ্জ হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন থানায় প্রয়োজন মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড (১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং গঙ্গায় ফেলে দেয়। দুই অন্তরঙ্গ আবাল্য বন্ধুর মধ্যে রাজনীতি, প্রেম ও অন্যান্য বহু ঘটনায় মতান্তর থেকে এই খুন বলে তৎকালীন অনুসন্ধানে জানা যায়। কয়েক মাসের মধ্যে জঙ্গিপুর আদালতে তৌফিকউদ্দীন বিচারকের এজলাসে বেশ কিছু মামলায় দোষীদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ এক নজিরবিহীন ঘটনা। সরকারী আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী সরকারী স্বাভাবিক আনুকূল্য না পাওয়ায় যথারীতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে গত ১৭ জুন '৮৬ তে ফরাক্কা থানার কানুপাড়া মৌজার কুলিদিয়াড় গ্রামে বেলা ১২ টার সময় নিজের ধানের মাঠে ঘাস নিড়ান করতে গিয়ে খুন হয়েছিলেন রামরামপুরের সাহাবুদ্দিন সেখ। ঘটনার সঙ্গে মোট ২৩ জন দুষ্কৃতি থাকলেও সরাসরি খুনের অভিযোগে ৩০৪/৩৪ ধারায় জালালউদ্দিন সেখ, বদরুদ্দিন সেখ, বদিউর রহমান এবং মতিউর রহমানের ঐ আদালতেই দশ বছর সশ্রম কারাদন্ডাদেশ হ'ল গত ২১ সেপ্টেম্বর '২০০১। এছাড়া দু' হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক বছর জেলের আদেশ কার্যকর হয়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—
মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান
বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের
প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট
মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী,
গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী,
তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া
যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া
নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের
লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০
প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।